দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 1-3 OCT 2002 ...
পৃষ্ঠা ... ৮০ ... কলাম ... ৭ ...

পিটিআই-এ ধর্মীয় শিক্ষকদের চাকরি

পিটিআই-এর খণ্ডকালীন ধর্মীয় শিক্ষকদের চাকরি স্থায়ীকরণের বিষয়টি ১৭ বছর যাবৎ ঝুলে আছে বলে এক খবরে জানা গেছে। উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৫২ সালে পিটিআই প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে ইসলামিয়াত পাঠদানের জন্য ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ করা হয় অস্থায়ী ভিত্তিতে এবং তাদের মাসিক ভাতা ধার্য করা হয় ৫০ টাকা। ১৯৮৪ সালে এনাম কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে পিটিআই-এর সকল প্রশিক্ষক পদ স্থায়ী করা হয়। বাদ থেকে যায় ধর্মীয় প্রশিক্ষকের পদটি। পরবর্তীতে ধর্মীয় শিক্ষকরা তাদের চাকরি স্থায়ীকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে আবেদন জানান। শুরু হয় সংস্থাপনসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ফাইল চালাচালি। শেষাবধি ১৯৮৯ সালে সরকারী কর্মকমিশন তাদের চাকরি স্থায়ীকরণের বিষয়টি অনুমোদন করে। এর পর ১৯৯০ সালে প্রেসিডেন্টের অনুমোদনক্রমে স্থায়ী পদের সৃষ্টি হয়। অতঃপর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর ১৯৯১ সালে নিয়োগবিধি প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি সুপারিশমালা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। নানা দেন-দরবার ও তদবিরের পর ১৯৯৬ সালে এ ব্যাপারে গেজেট প্রকাশিত হয়। গেজেট বিধির আলোকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। আশা করা গিয়েছিল, বিষয়টি এখানেই শেষ হবে। কিন্তু হয়নি। প্রায় ৩ বছর পর ১৯৯৯ সালের মার্চে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবের (প্রশাসন) সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ১৯৯৬-এর প্রজ্ঞাপন অনুবৃত্তিক্রমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ একটি আদেশ জারি করতে পারে এবং পিটিআই-এর খণ্ডকালীন প্রশিক্ষক-পদাধিকারীদের মধ্য থেকে প্রজ্ঞাপনের শর্তানুযায়ী পদগুলো অবিলম্বে পূরণের ব্যবস্থা করবে। দুর্ভাগ্য এই যে, এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি এবং না হওয়ার প্রেক্ষাপটে কয়েকজন খণ্ডকালীন প্রশিক্ষক হাইকোর্টে রীট পিটিশন দায়ের করতে বাধ্য হন। হাইকোর্ট থেকে চলতি বছরের ৮ জুলাইয়ে রায় প্রদান করা হয়। রায়ে ১৯৯৬ সালের গেজেটের আলোকে ধর্মীয় প্রশিক্ষকদের পদে যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতিসহ নিয়োগ প্রদান করতে বলা হয়। এ ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি হয়েছে কিনা জানা যায়নি।

একটি সাধারণ বিষয় নিয়েও কি ধরনের হয়রানি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা হয়, এ 'কাহিনী' তার এক বড় নজির। ধর্মীয় শিক্ষকের পদটি স্থায়ীকরণ করার ব্যাপারে এনাম কমিটি কেন সুপারিশ করে না, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলেও পরবর্তীতে যে প্রক্রিয়া চলেছে তাতে স্পষ্ট হয়ে যায়, অনেক আগেই বিষয়টির ফয়সালা হয়ে যেতে পারতো। কেন হয়নি, তা এক বিরাট জিজ্ঞাসা। চাকরি স্থায়ীকরণের আবেদন থেকে গেজেট প্রকাশ পর্যন্ত সময় লেগেছে কয়েক বছর এবং সেই গেজেটের আলোকে নিয়োগ কার্যকর করতে কেটে গেছে আরও কয়েক বছর এবং শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের রায়ের পরও বিষয়টি ঝুলে আছে। যারা আশায় আছে তাদের চাকরি স্থায়ী হবে, পদোন্নতি হবে, তাদের অবস্থা কি, সহজেই অনুমেয়। তাদের অপেক্ষার নিশি কবে কাটবে কে জানে!

ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে মহলবিশেষের উন্নাসিকতার কথা ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের অজানা নেই। আমাদের দেশে কথিত মহলটি ধর্মীয় শিক্ষার বিস্তার ও প্রসার চায় না। তারা এই শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে। এই মহলের বাধা ও প্রভাবের কারণে পিটিআই-এর ধর্মীয় শিক্ষকের পদটি নিয়ে এরূপ উপেক্ষা-অবহেলা ঘটেছে বা ঘটছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখা বোধকরি জরুরী। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামিয়াত একটি পাঠ্য বিষয়। কোমলমতি মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তাদের ধর্ম ও ধর্মীয় আচারবিধান সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানদানের লক্ষ্যেই ইসলামিয়াত পাঠ্য বিষয়ভুক্ত করা হয়েছে। পিটিআই হলো প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ে যারা শিক্ষকতা করেন তাদের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন বিষয়ে কিভাবে পাঠদান করতে হবে সে সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় পিটিআই থেকে। পিটিআই-এর অন্যান্য বিষয়ের পদগুলো যখন স্থায়ী করা হয় এবং ধর্মীয় শিক্ষকের পদটি খণ্ডকালীনই রাখা হয় তখন এটাই মনে হয় যে, অন্যান্য বিষয় যত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়টি তত গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে বিবেচনা করা হয়। ভাবা হয়, খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়েই বিষয়টির পাঠদান সম্ভব। এটা এক ধরনের বিদ্বেষমূলক এবং অবশ্যই বৈষম্যমূলক মনোভাব। সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায় থেকে এরূপ মনোভাব পরিত্যাগ করা আবশ্যক। বর্তমান সরকার শিক্ষাকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ধর্মীয় শিক্ষাও এই অগ্রাধিকারের বাইরে নয়। আমরা সঙ্গত কারণেই আশা করবো, পিটিআই-এ ধর্মীয় শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষকদের ব্যাপারে যে বৈষম্য দেখানো হয়েছে সরকার তার অবসান ঘটাবে এবং অবিলম্বে ধর্মীয় শিক্ষকদের পদোন্নতিসহ স্থায়ীভাবে নিয়োগদানের ব্যবস্থা করবে।